বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্‌স্‌

OFFICE OF THE PRODHAN

NO.4 BOALDAR GRAM PANCHAYAT
KHASPUR BALURGHAT
DAKSHIN DINAJPUR

Memo no. /BGP Dated.

ভূমিকা

আমরা মনে করি অঞ্চলের শিক্ষা প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক। এই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে আমরা আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৪১ টি বিদ্যালয়ের ভিতর প্রাথমিক ভাবে ২৩টি বিদ্যালয় নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে এক যাত্রা শুরু করেছিলাম। এই যাত্রাপথে আমরা সবথেকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশ হয়।

এছাড়াও ১৪ বৎসর থেকে মোটামুটি ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা বিভিন্ন কারণবশত মাধ্যমিকও উত্তীর্ণ হতে পারেনি ও জীবিকা নির্বাহের তেমন কোন সংস্থানও নেই তাদেরকে আমরা গ্রামীণ জীবনযাপনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করেছি, যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে কিছুটা বাড়তি আয়ের যোগান সারা বছর ধরে দিয়ে যেতে পারে এবং হতাশা মুক্ত হতে পারে।

তবে ২০১৩ সালে বৃহৎ উদ্দেশে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ক্ষুদ্র উদ্যোগ ২০১৫ সালে যে ব্যাপকতা ও ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা কলকাতাস্থিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এবং আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে তা কখনোই সম্ভবপর হত না। এই ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল অব্দি একটি বিস্তৃত রিপোর্ট ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। এবারে ২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই যৌথ উদ্যোগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই সকল পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাগণকে, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলীকে, অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যগণকে এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও অন্যান্য সকল আধিকারিকগণকে, যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা এতটা পথ এসেছি এবং ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবো আশা রাখছি।

26-08-18

13-08-13

শ্রী পিন্টু বসাক
প্রধান, ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

Prodhan
No.4 Boaldar G.P.

Office of the Prodhan

NO. 4 BOALDAR GRAM PANCHAYAT

BALURGHAT PANCHAYAT SAMITY

KHASPUR, BALURGHAT, DAKSHIN DINAJPUR

Memo No. Date-

৪ নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ও অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস-এর সহযোগীতায় যৌথ ভাবে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 16টি, সংসদে 564 টি চিহ্নিত গরীব পরিবারের জন্য যে কর্মকাণ্ড চলছে যেমন- পুষ্টি বাগান, বাড়ীর পাশে 5 ধরনের ফলের গাছ লাগানো, অব্যবহৃত জমি, মরশুমি পতিত ও পতিত জমিগুলি ব্যবহার করে ডাল, তেল ও খাদ্য শস্যের চাষ নুতন কৌশলের চাষ পোকচক্র, কোয়াশা, কডুর ৩০, TPS, অব্যবহৃত ডোবাগুলিতে জিওল মাছের চাষ, ছাগল পালন, শুকর পালন, উন্নত প্রজাতির হাঁস ও মুরগী পালন, সবজি, ফল ও অন্যান্য গাছ-গাছালির নার্সারী এবং MGNREGS এর মাধ্যমে ফল বাগান, ভার্মি কম্পোস্ট, অ্যাজোলা, বাঁশ বাগান বিভিন্ন গাছ-গাছালির নার্সারী, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদী কাজের পরিকল্পনা ও রূপায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য ও সদস্যা, কর্মী ও কর্মচারী বৃন্দের উদ্যোগে অ্যাক্সেস ইনিশিয়েটিভস-এর সহযোগীতায় আজ ৪ নং বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত এক নূতন কাজের দিশারী নিয়ে আমাদের আশা এই যৌথ উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরো ভালো ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

22/5/19

Prodhan No.4 Boaldar G.P. Balurghat Block, D/Dinajpur

Prodhan
No.- 4 Boaldar Gram Panchayat

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে

২০১৬ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

১) প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরিব পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা, পুষ্টি ও জীবন - জীবিকার মান বাড়ানো।

২) বাড়ির কাছাকাছি অল্প জায়গায় সারা বছর ধরে নিজেদের পুষ্টির জন্য জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান করা ও শাক-সবজির চাষ বাড়ানো।

৩) এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ডাল, তৈল ও খাদ্য শস্যের চাষ বাড়ানো এবং এই কাজে গরিব পরিবারকে যুক্ত করা।

৪) পতিত জায়গার (অব্যবহৃত জমি, রাস্তার ধার, খাল/নদীর ধার, পুকুর পাড়, জমির আল) ও সর্বসাধারণের পড়ে থাকা জায়গার ব্যবহার বাড়ানো এবং কাছাকাছি গরিব পরিবারগুলিকে বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে বৃক্ষপাট্টা কর্মসূচিতে যুক্ত করা।

৫) দেশীয় বীজের ব্যবহার ও সংরক্ষণ বাড়ানো যাতে গরিব পরিবার/চাষী নিজেদের প্রয়োজনীয় বীজ নিজেরাই রাখতে ও পরবর্তী মরশুমে ব্যবহার করতে পারে।

৬) কৃষি ভিত্তিক বনসৃজনের লক্ষ্যে নার্সারীতে চারা তৈরি ও স্থানীয় সম্পদ (ফল, কাঠ, জ্বালানি, পশুখাদ্য, জৈবসার, বনৌষধী) তৈরি করা।

৭) চাষের খরচ কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব আধুনিক ও উন্নত জৈব পদ্ধতিতে হাতে-কলমে চাষের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

৮) পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগুলি আরও শক্তিশালী করা তথা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ধাপে ধাপে সামগ্রিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

২০১৫ সালে ফুলঘরা সংসদে পরীক্ষামূলকভাবে এই উদ্যোগ শুরু হয়, চিহ্নিত ৮০টি গরিব পরিবারের মধ্যে থেকে আগ্রহী ৩০টি পরিবারকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু পরে ২০১৬ সালে তা ১৬ টি সংসদ থেকে গড়ে ৩০ টি করে গরিব পরিবার নিয়ে অর্থাৎ মোট ৪৮০ টি গরিব পরিবারকে নিয়ে কাজ শুরু হয়। বর্তমানে গরিব পরিবারের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে মোট ৫১২ টি। অবশ্য গরিব পরিবারগুলি চিহ্নিত করার আগে পাড়া মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিটি সংসদে একজন করে মহিলা শিক্ষানবীশ চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে আগ্রহী গরিব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষানবীশদের উপযুক্ত ভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলার জন্য পঞ্চায়েত অফিসে প্রতি মাসে দুটি করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে তারা নিজেরা কিছু শিখে গরিব পরিবারগুলিকে তা শেখাতে পারে। এই আগ্রহী ৫১২টি পরিবার নিয়ে এখনও পর্যন্ত জীবন-জীবিকা ও পুষ্টির মানোন্নয়ন লক্ষ্যে যে কাজ (২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত) চলেছে তাঁর বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

১) ঘরোয়া পুষ্টি বাগান

১৬টি সংসদের ১৩২টি কার্যকরী দলের ৪৫৮টি গরিব পরিবার এবং ৫৪টি ব্যক্তিগত পরিবার সর্বমোট ৫১২টি পরিবার সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে ঘরের লাগোয়া পড়ে থাকা জায়গাতে পুষ্টি বাগান করেছে এবং তারা নিজেদের উদ্যোগে সারা বছর ধরে ২ থেকে ৩ ধরনের সবজির চাষ করছে। গরিব পরিবারদের মধ্যে সবজি খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে এবং কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করতে হয় তা তারা শিখে নিয়ে নিজেরাও কিছু কিছু করে ২-৩ ধরনের সবজির বীজও সংরক্ষণ করছে এবং বাড়তি কিছু ফসল বাজারেও বিক্রি করছে।

২) ডাল শস্য চাষ

৫৬টি কার্যকরী দলের ১৯১টি পরিবার মরশুমি পতিত জমিতে মুসুর ডাল, বিউলি এবং পতিত জমি ও জমির আলে, পুকুর পাড়ে অড়হর চাষ করেছে। যা থেকে ১৮ কুইন্টাল ৮ কেজি মুসুর ডাল, ৪ কুইন্টাল ৪০ কেজি বিউলি, ৫০ কেজি অড়হর উৎপাদন হয়েছে এবং ওই উৎপাদন থেকে তারা কিছুটা জমিতে আবার লাগানোর জন্য বীজ হিসেবে রেখেছেন, কিছু ডাল নিজেরা খাচ্ছেন, আবার কিছু ফেরতও দিয়েছেন।

৩) তৈল শস্যের চাষ

১০টি কার্যকরী দলের ৩৭টি পরিবার মরশুমি পতিত জমিতে সরিষা চাষ করে তারা মোট উৎপাদন করেছে ৪ কুইন্টাল ৫০ কেজি। এবং সেই উৎপাদন থেকে তারা কিছু বীজ জমিতে আবার লাগানোর জন্য রেখেছেন, কিছু খাওয়ার জন্য রেখেছেন, আবার কিছু ফেরতও দিয়েছেন।

৪) ওল চাষ

৬ জন ড্রপআউট ২ শতক করে মোট ১২ শতক জমিতে ২ কুইন্টাল ৫০ কেজি ওল পঞ্চায়েত থেকে পেয়ে তারা ওলের উৎপাদন কেন্দ্র করেছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওলের উৎপাদন ভাল হয়নি। সেখানে মোট ১ কুইন্টাল ওল উৎপাদন হয়েছিল এবং তার সম্পূর্ণটাই বীজের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। সংরক্ষিত বীজ থেকে ৩ জন ড্রপআউট ৪.৫ শতক জমিতে পুনরায় ওল চাষ করেছে।

এছাড়া কার্যকরী দল হিসেবে ৪টি সংসদের ৫টি দল (১৭জন) মোট ১০ শতক জমিতে ওল চাষ করেছে। ওল বীজের মোট পরিমাণ ছিল ২ কুইন্টাল। এই কার্যকরী দলকে ওলের বীজ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি শেখানো হয়েছে।

৫) প্রাণীপালন

হাঁসঃ ১৬টি সংসদের মধ্যে ৪টি সংসদের ৪টি পরিবারকে প্রোডাকশন সেন্টার করার জন্য ১০টি করে মোট ৪০টি খাকি ক্যাম্বেল প্রজাতির হাঁসের বাচ্চা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বন্যার কারণে কিছু হাঁসের বাচ্চা মারা যায়। বাকি হাঁসগুলি পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পরে ডিম পাড়তে শুরু করেছে। এই ডিমগুলি

থেকে আবার বাচ্চা ফোটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন বাচ্চা ফুটলে সংসদের অন্যান্য গরিব পরিবারের মধ্যে তা বিতরণ করা হবে।

মুরগিঃ ১৬টি সংসদের মধ্যে ৪টি সংসদের ৪টি পরিবারকে প্রোডাকশন সেন্টার করার জন্য ১০টি করে মোট ৪০টি আর.আই.আর. প্রজাতির মুরগির বাচ্চা দেওয়া হয়েছে। ওই মুরগির ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরি করে তা গরিব পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৬টি সংসদের ৩৩টি পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে ৪টি করে মোট ১৩২টি আর.আই.আর. প্রজাতির মুরগির বাচ্চা দেওয়া হয়েছে।

ছাগলঃ এখনও পর্যন্ত ১৬টি সংসদের মধ্যে ১৫টি সংসদের ১৫টি কার্যকরী দলের (শিক্ষানবীশ সহ ৩টি গরিব পরিবার) মধ্যে ১টি করে মোট ১৫টি ছাগল দেওয়া হয়েছে। এবং অন্য ১টি সংসদের জন্য ছাগল কেনার কথা চলছে। এই মা ছাগলটি আদি প্রথা অনুসারে কার্যকরী দলের একটি গরিব পরিবার থেকে অন্য একটি গরিব পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শুকরঃ ২টি সংসদে প্রোডাকশন সেন্টার করার জন্য ৩টি করে মোট ৬টি উন্নতমানের শুকর (ঘুঙরু প্রজাতির) দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এখন অবধি একটি সংসদে ১টি প্রোডাকশন সেন্টার টিকে আছে। এই প্রোডাকশন সেন্টারটিতে ৭টি বাচ্চা তৈরি হয়েছে। এই বাচ্চাগুলি শুকর প্রতিপালনে আগ্রহী অন্যান্য গরিব পরিবারের মধ্যে সরবরাহ করা হবে।

৬) মাছ চাষ

১৬টি সংসদের মধ্যে ৮টি সংসদের ২২টি ব্যক্তিগত পরিবার দ্বারা মাছ চাষের জন্য ২২টি ডোবা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই ডোবাগুলিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী তেলাপিয়া ও দেশি মাগুর মাছের চাষ করা হবে। স্টক পণ্ড (Stock Pond) হিসাবে ব্যবহারের জন্য আরও ২টি পরিবারের ২টি পুকুরকে চিহ্নিত করে ইতিমধ্যে সেখানে তেলাপিয়া মাছ ছাড়া হয়েছে। স্টক পণ্ডগুলি (Stock Pond) থেকে তেলাপিয়া মাছ সংগ্রহ করে তা অন্যান্য আগ্রহী পরিবারের ডোবা ও পুকুরে ছাড়া হবে।

৭) নার্সারী

২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১৫টি কার্যকরী দলের ৫৫টি পরিবার কাঠের ও ফল গাছের নার্সারী করেছে। কাঠের ও ফল গাছ সহ মোট ৯ ধরনের (আকাশমণি, লম্বু, গামার, মেহগনি, পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, বেদানা, আমলকী ইত্যাদি) গাছের মোট ৩১৫০০টি চারা তৈরি করা হয়েছে। তারা এখনও পর্যন্ত ২৫০০টি চারা বিক্রি করে ১২৫০০/- টাকা আয় করেছে এবং পেঁপে, লেবু, পেয়ারা, বেদানা, আমলকী ইত্যাদি সহ মোট ২২৫০টি ফলের চারা গরিব পরিবারের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। কার্যকরী দলের নার্সারী দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু গরিব পরিবারও নিজেদের উদ্যোগে ফল (লেবু, পেঁপে, আম) ও গাছের (আকাশমণি, গামার) নার্সারী করেছে। এছাড়া ৭টি কার্যকরী দলের ৭৭জন মহিলাকে MGNRGES-এর নার্সারী স্কিমের আওতায় আনার চেষ্টা জারি রয়েছে।

সবজির নার্সারীঃ সবজির নার্সারীতে সহয়তা দেওয়া হয়েছে ৫ ধরনের (লঙ্কা, বেগুন, টমেটো, পাকচই, নজনে ইত্যাদি চারা তৈরির)। শিক্ষানবীশ সহ গরিব পরিবার এই সবজির নার্সারী করেছে। নার্সারী থেকে তৈরি চারা তারা নিজেদের জমিতে লাগিয়েছেন এবং অতিরিক্ত চারাগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত কিনে নিয়ে তার ১৬টি সংসদের গরিব পরিবারের মধ্যে সরবরাহ করেছে এবং সবজির নার্সারী থেকে চারা বিক্রি করে তাদের মোট ৪২০০/- টাকা আয় হয়েছে।

৮) ফলের বাগান

২টি কার্যকারী দলের মোট ১০টি পরিবার ২০০টি ফলের (পেঁপে, কাঁঠাল) চারা লাগিয়ে ফলের বাগান তৈরি করেছে। এর ফলে কিছু গরিব পরিবার ফলের বাগান করতে আগ্রহী হয়েছে এবং এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ৩টি পেঁপে বাগান, ৭টি কলা বাগান, ৩টি বেদানা বাগান, ৩টি লেবু বাগান তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও আরও ১০টি গরিব পরিবার কলা বাগান, পেঁপে বাগান ও লেবু বাগান তৈরির জন্য উৎসাহ দেখিয়েছে এবং তাদের দেওয়া পরিকল্পনা পঞ্চায়েতে জমা পড়েছে।

৯) বাড়িতে লাগানো ৫ ধরনের ফলের গাছ

২০১৬ থেকে এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ৩১৫টি পরিবারের মধ্যে (আম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা, পেঁপে, আমলকী, বেদানা, কলা) সরবরাহ করা মোট ১৫৭৫টি ফলের গাছ এখন ভাল অবস্থায় রয়েছে এবং বাকি ১৯৭টি গরিব পরিবারের কারও বাড়িতে ৩ ধরনের আবার কারও বাড়িতে ৪ ধরনের ফলের গাছ রয়েছে। এই ১৯৭টি পরিবারে যাতে ৫ ধরনের ফলের গাছ থাকে তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই পরিবারগুলির বাড়িতে ৫ ধরনের গাছ লাগানো সম্ভব হবে।

১০) নিজের জমিতে লাগানো কাঠের গাছ

নিজের জমিতে এবং পুকুর পাড়ে বিভিন্ন কাঠের গাছের বাগান করার জন্য ১০ জন ড্রপআউটের পক্ষ থেকে ১০টি পরিকল্পনা জমা পড়েছে। এই গাছ লাগানোর জন্য পতিত জমি ও পুকুর পাড়ের জমি প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১১) কলম তৈরি

২০১৬ সাল থেকে ২০১৮ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৬টি সংসদের ১৬জন শিক্ষানবীশ সহ মোট ৮০টি গরিব পরিবারকে লেবু, পেয়ারা ও বাঁশের কলম তৈরি করা শেখানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে থেকে ১১টি সংসদের ৫৫টি পরিবার ৬১৩টি কলম করেছে। এরফলে কিছু গরিব পরিবারও কলমের চারা তৈরি করতে আগ্রহী হয়েছে। অন্যরাও তাদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে কলম কাটিং শিখছেন।

১২) অ্যাজোলা

১৬ সংসদের ১৬ জন শিক্ষানবীশকে অ্যাজোলা উৎপাদনের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেরা হাতে-কলমে অ্যাজোলার পিট তৈরি করে চাষ করা

শিখেছেন, সেই সঙ্গে প্রতিটি সংসদে ৫টি করে মোট ৮০ জন গরিব পরিবারকে হাতে-কলমে অ্যাজোলার পিট তৈরি ও তার চাষ পদ্ধতি শেখানো হয়েছে এবং তারা নিজেরাই অ্যাজোলার চাষ করে তা ব্যবহার করেছেন। ১৬টি সংসদের মোট ৮৪টি গরিব পরিবারকে MGNREGS-এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে আবার এই পরিবারগুলি তাদের উৎপাদিত অ্যাজোলা হাঁস, মুরগি, ছাগল, গরুকে খাওয়াচ্ছে। এছাড়াও বাকি ৩২০টি পরিবারের নাম MGNREGS স্কিমে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

১৩) ভার্মি বা কেঁচো সার

১৬টি সংসদের ১৬ জন শিক্ষানবীশকে কেঁচো সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেরা হাতে-কলমে ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি করা শিখেছেন। সেই সঙ্গে প্রতিটি সংসদে ৪টি করে মোট ৬৪ জন গরিব পরিবারকে হাতে-কলমে পিটে ভার্ম উৎপাদন করা শেখানো হয়েছে এবং যা শিখে তারা নিজেরাও তা তৈরি করেছে। ১৬টি সংসদের মোট ৮৪টি গরিব পরিবারকে MGNREGS-এর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এই পরিবারগুলি তাদের ভার্মি থেকে উৎপাদিত জৈবসার নিজেদের জমিতেও ব্যবহার করছে। এছাড়াও আরও ৩২০টি পরিবারের নাম MGNREGS স্কিমে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

১৪) মশলা বাগান

২টি সংসদে পরীক্ষামূলকভাবে ছোট আকারে ২টি মশলা বাগান করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই বাগান দুটিতে এলাচ, দারচিনি, সুগন্ধি মশলা গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

আঞ্চলিক ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারে বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগের এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৬ থেকে ২০১৮)

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক। স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাগণ অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াবেন এবং ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সেই জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদেরকে দক্ষ করে তুলবে।

খ। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং মাতা-শিক্ষক সমিতি প্রশিক্ষিত ও সক্ষম হয়ে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী ও আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে তা এগিয়ে নিয়ে যাবে।

গ। পরিবারে বাড়তি আয়ের জন্য ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত যারা মাধ্যমিক, বিশেষ করে অষ্টম অনুত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীদেরকে হাতে-কলমে গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

ঘ। এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

শুরুর কথাঃ

এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার, কেন এই উদ্যোগের জন্য ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত বাছাই করা হয়েছিল ? এর মূল কারণ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামীণ পারিবারিক সমীক্ষা অনুযায়ী দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবার, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, তপশীল জাতি-উপজাতি, ভূমিহীন পরিবার ও প্রান্তিক চাষীর সংখ্যা এবং জীবিকার জন্য অন্যত্র পাড়ি দেওয়া স্কুলছুটের সংখ্যাও এখানে বেশি। প্রথমে সরকারি এই তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করে স্থানীয় অংশীদারী সংগঠনের সঙ্গে এলাকা ও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় পরিদর্শন করা হয়। এরপর যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজ নিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রধান, উপ-প্রধান সহ সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, পঞ্চায়েত কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি হয়। এরপর আগস্ট ২০১৩ সালে এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ নিয়ে আলোচনা ও বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়। বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ১৬টি সংসদেই শিক্ষা সংক্রান্ত এই উদ্যোগ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলছুটদের নিয়েও কাজ শুরু করে। সেই শুরুর দিনগুলি থেকে এখনও অবধি আমাদের কাজ বা উদ্যোগগুলির বিস্তৃত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

১। এল.সি.ডি. শো

৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১৬টি সংসদের ২৩টি স্কুলে (২০১৬ – ২০১৮ পর্যন্ত) মোট ৫২১ বার এল.সি.ডি. শো হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মূল্যবোধের কাহিনী, মনিষীদের জীবনী, শাক-সবজি পরিচিতি, আনন্দমূলক তথ্যচিত্র ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এরফলে বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি, পায়ে জুতো পড়ার প্রবণতা, গাছে জল দেওয়ার অভ্যাস, গুরুজনদের সম্মান করা, হাত ধুয়ে খাবার খাওয়া, পরিষ্কার হয়ে বিদ্যালয়ে আসার হার আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, যে ৫টি স্কুলে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল তার মধ্যে ৩টি স্কুলের ৩ জন শিক্ষক এল.সি.ডি. প্রোজেক্টর চালানো শিখে নিজেদের উদ্যোগে এল.সি.ডি. শো করছেন এবং খাসপুর CLRC থেকে নিয়মিত তারা প্রোজেক্টর নিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকরা যাতে নিয়মিতভাবে এই প্রোজেক্টরটি ব্যবহার করেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। পুষ্টি বাগান

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীদের সহায়তায় ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে তৈরি হয়েছে রাসায়নিক সার-বিষহীন পুষ্টি বাগান। সবার এই মিলিত উদ্যোগে গ্রামবাসীরা কেউ দিচ্ছেন বাগান ঘেরার বাঁশ, কেউ দিচ্ছেন বাগানের মাটি ও বেড়া তৈরি করার শ্রম, পঞ্চায়েত থেকে কোথাও দেওয়া হচ্ছে বাগান ঘেরার নেট, বীজ প্রভৃতি। এছাড়াও কিছু কিছু

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাটি ফেলে পুষ্টি বাগান করার জন্য উপযুক্তভাবে জমি তৈরি করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এজন্য MGNREGS-এর মাধ্যমে বেশ কিছু বিদ্যালয়ে দ'জন করে শ্রমিক দেওয়া হয়েছে। ক্ষুদে পড়ুয়ারা শৈশব থেকেই হাতে-কলমে বাগান করতে করতে শিখে নিচ্ছে কীভাবে একটি পুষ্টি বাগান গড়ে ওঠে এবং কীভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। শাক-সবজি লাগানোর জন্য কীভাবে মাটি তৈরি করতে হয়, কীভাবে বেড বানাতে হয় তাও এখানে হাতে-কলমে শিখছে বাচ্চারা। বিভিন্ন শাক-সবজির খাদ্যগুণ জানার পাশাপাশি তারা শিখছে অপুষ্টি দূর করতে কোন ধরনের শাক-সবজি বেশি করে খাওয়া উচিত। সাথে সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে নানা ধরনের বীজ সঙ্গে, জানতে পারছে তা রোপণের সময়ও। এইভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করতে পারছে। এছাড়া এই পুষ্টিবাগানে যেসব শাক-সবজির ফলানো হচ্ছে, কীভাবে ভবিষ্যতের জন্য সেই সব শাক-সবজির বীজ সংরক্ষণ করা হয় তাও ছাত্রছাত্রীদেরকে শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এপর্যন্ত ১১টি স্কুলে এই ধরনের পুষ্টি বাগান করা সম্ভব হয়েছে। পুষ্টি বাগানে ভেন্ডি, করলা, পালং শাক, ধনে, পুঁইশাক, কলমি শাক, বরবটি, ঝিঙ্গে, লাল শাক, মূলা, লঙ্কা, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়েছে।

৩। ফলের গাছের নার্সারী

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজি খাওয়াই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি ফল খাওয়াটাও জরুরি। তাই ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে স্কুলে চার রকমের ফল গাছের (পেঁপে, বেদানা, নজনে, পেয়ারা) নার্সারী করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য স্কুলের শিশুরাই তাদের বাড়ি থেকে কেউ অল্প অল্প করে মাটি এনেছে আবার কেউ এনেছে গোবর সার। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা জোগাড় করেছেন বাকি প্রয়োজনীয় মাটি ও সার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রদান করছে নার্সারীর প্রয়োজনীয় বীজ, ঝারি ও প্যাকেট। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে স্কুল চত্বরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা পেয়ে শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শিখছে কীভাবে নার্সারী তৈরি করতে হয়। নার্সারীতে চারা একটু বড় হলে তার কিছটা লাগানো হচ্ছে স্কুল চত্বরে আর বেশিরভাগ চারা সরবরাহ করা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে, তাদের নিজেদের বাড়িতে লাগানোর জন্য। ছাত্রছাত্রীরা নিরন্তর এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার ফলে তারা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জন করছে কীভাবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে চারা তৈরি হচ্ছে। এছাড়াও MGNRGES-এর মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে লাগানো হয়েছে ফলের গাছ। এখনও পর্যন্ত ২১টি স্কুলের ১২০০-র অধিক ছাত্রছাত্রীকে প্রায় ৫০০০টি ফলের চারা দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ২০০০টি চারা ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে এখনও বেঁচে আছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দেখা গেছে যে, ওই ছাত্রছাত্রীরা সেইসব গাছ থেকে উৎপন্ন হওয়া কিছু কিছু ফল খেতে শুরু করেছে এবং তাদের মধ্যে ফল খাওয়ার প্রবণতাও কিছুটা হলেও বেড়েছে। শুধু তাই নয়, তারা সেই সমস্ত গাছগুলিকে সুন্দরভাবে পরিচর্যাও করে চলেছে।

৪) স্কুলে ৫ ধরনের ফলের গাছ

আপাতত ৫টি নিবিড় স্কুলে ৫ ধরনের ফলের গাছ লাগানো সম্ভব হয়েছে। সেখানে কলা, পেয়ারা, লেবু, আমলকী, পেঁপে, আম, বেদানা প্রভৃতি ফলের গাছ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য স্কুলে ২ থেকে ৩ ধরনের ফলের গাছ রয়েছে। এই স্কুলগুলিতে বাকি ৩ ধরনের ফলের চারা লাগানোর কাজ চলছে। এর মধ্যে ২টি স্কুলে ২টি কলা বাগান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এই ২টি স্কুলে ১০টি করে মোট ২০টি কলা গাছ রয়েছে।

৫) বীজ পরিচিতি

ছোটবেলা থেকেই শিশুরা বিদ্যালয়স্তর থেকেই শিখছে কোন ফসলের বীজ দেখতে কেমন বা তা কোন সময় লাগাতে হয়। এর মাধ্যমে ১২ টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে বীজ সম্পর্কিত এইসব বিভিন্ন জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। এই ১২টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বীজ ক্যালেন্ডার তৈরি করানো হয়েছে। বাকি বিদ্যালয়গুলিতেও বীজ ক্যালেন্ডার তৈরি করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৬) পুষ্টি ম্যাপিং (বি.এম.আই.)

সঠিকভাবে শিক্ষালাভ বা দেশ গঠনের ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা বজায় থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শিশুর শারীরিক বিকাশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে তার মানসিক বিকাশের বিষয়টি। তাই শৈশব অবস্থাতেই প্রথমে তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখে ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অপুষ্টির খোঁজে তাই স্কুলে স্কুলে পুষ্টি ম্যাপিং (BMI) শুরু করেছে। BMI পদ্ধতিতে শিশুদের পুষ্টির মান নির্ণয় করে BMOH-এর সহযোগিতায় আশা কর্মী ও A.N.M.-দের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদেরকে এসম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সার-বিষ বিহীন ফসলের উপযোগীতা ও সেই প্রেক্ষিতে স্কুলে পুষ্টি বাগানের গুরুত্বের কথা বোঝানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে স্থানীয় একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও আরও তিনটি কো-এড উচ্চ বিদ্যালয়ে কিশোর-কিশোরী পড়ুয়াদের নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য বিষয়ে কাউন্সেলিং করা হচ্ছে। এই কাউন্সেলিং-এর মধ্যে যেসব বিষয় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলি হল, কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যা ও মানসিক চাপ এবং স্বাস্থ্য – পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি। এখনও পর্যন্ত ১৭টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের BMI নির্ণয় করে অভিভাবকদের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং তারপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বাড়িতে পুষ্টি বাগান তৈরির জন্য ৭-৮ রকমের শাক-সবজির বীজ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পুষ্টির মান অক্ষুণ্ন রাখতে বাকি ছাত্রছাত্রীদেরও ঘরোয়া পুষ্টি বাগানের জন্য বীজ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তারা ওই বাগানে উৎপাদিত শাক-সবজি খাচ্ছে এবং মিড-ডে মিলে ব্যবহারের জন্য উদ্বৃত সবজি তারা স্কুলেও নিয়ে আসছে।

৭) কৃত্যালি

শিশুর আকর্ষণ তথা আনন্দদায়ক পাঠকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ এবং শিল্পকলার চর্চা বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্য ও কৃত্যসূচির একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল কৃত্যসূচির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সঙ্গে সঙ্গে মহাপুরুষের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, কথা বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি আদর্শ স্থাপন খুবই জরুরি। এই ভাবনাকে সামনে রেখে ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যাহত না করে তাদের স্থানীয় অঞ্চলের কিছু মানুষজনকে স্কুলে স্কুলে যুক্ত করেছে ছোট ছোট শিশুদের মানসিক ও নানান সৃজনমূলক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। আবার কিছু কিছু স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোথাও শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে জানছে নানা বিষয় যেমন স্থানীয় উৎসব, কীভাবে কাগজ, মাটি, গাছের পাতা ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করা যায়, কোথাও তারা শিখছে নাচ, গান, ছড়া, আবৃত্তি, আবার কোথাও বা ব্যায়াম। আবার তারা শিখছে কলম কাটিং, বিভিন্ন গাছ ও তার গুণাবলী সম্বন্ধে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, স্থানীয় এলাকাতে স্থানীয় যেসব উৎসব পালন করা হয় এবং সেই উৎসবগুলিতে যে পরম্পরাগত যে সমস্ত খাবারের প্রচলন রয়েছে তাও তাদের তৈরি করা শেখানো হয়েছে। এই খাবার তৈরি করা শেখার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন স্থানীয় তাল নবমী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা তালের বিভিন্ন খাবার তৈরি করা শিখেছে। পাশাপাশি তারা শুনছে নানান শিক্ষামূলক গল্প এবং স্থানীয় পুরাণ, নীতি ও মূল্যবোধের কাহিনী। এর সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে তাদের সচেতন করতে দেখানো হয়েছে তথ্যচিত্র। পরে এনিয়ে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের উপলব্ধি ও মতামত ব্যক্ত করেছে। ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহিত হয়ে নিজেদের বিদ্যালয়ে প্রকাশ করেছে দেওয়াল পত্রিকা। এখনও পর্যন্ত আমরা ২১টি স্কুলের মধ্যে ৭টি স্কুলে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। যেখানে মোট ১০ ধরনের কৃত্যালি করানো সম্ভব হয়েছে।

৮) শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞ কমিটির অন্তর্বর্তী সুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে বইয়ের পাশাপাশি পড়ুয়ারা তার স্থানীয় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ রয়েছে। বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের MTC কমিটিতে আলোচনা করে অভিভাবকদের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য/শিক্ষা সঞ্চালক/প্রধানের উপস্থিতিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত করছে। যেমন বালুরঘাট জেলা মিউজিয়াম, আরণ্যক, প্লেন ঘাটি, বালুরঘাট ফরেস্ট ও স্থানীয় এলাকা, আত্রেয়ী নদী প্রভৃতি জায়গা। ইতিমধ্যে ৭টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের এমন শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। যা দেখে উৎসাহিত হয়ে অন্য ৫টি

বিদ্যালয়ও নিজ উদ্যোগে এমন শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করেছে। এছাড়াও ৯টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক্সপোজার করানো হয়েছে। যে এক্সপোজার ভিজিটগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন গাছের নার্সারী, ফসল চাষ পদ্ধতি, অ্যাজোলা ও কেঁচোসার উৎপাদন, এলাকার বিশেষ বিশেষ ফসল পরিচিতি প্রভৃতি।

৯) MTC/PTA মিটিং

বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের MTC কমিটিতে আলোচনা চালিয়ে অভিভাবকদের সহমতের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগ বিদ্যালয়গুলিতে কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছে। এরফলে ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকের সহযোগিতায় নিজেদের বাড়িতে পুষ্টি বাগান তৈরি করতে শিখছে ও স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছে। এই MTC/PTA মিটিংয়ের মধ্য দিয়ে পঞ্চায়েত ও বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীর সংযোগ বা সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পঞ্চায়েতের তরফে বিদ্যালয়গুলিতে এধরনের মোট ১৩৩টি মিটিং-এর আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

১০) সৃজন উৎসব

এপর্যন্ত ৫টি নিবিড় স্কুলে সৃজন উৎসব পালন করা হয়েছে। এই সৃজন উৎসবে শিক্ষক-শিক্ষিকার পাশাপাশি পঞ্চায়েত সদস্য ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছাত্রছাত্রীদের আনন্দকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমজমাত হয়ে ওঠে স্কুল প্রাঙ্গণ। নিজেদের অপটু দক্ষতায় ছাত্রছাত্রীরা নাচ, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গল্প বলা, অভিনয় ইত্যাদি পরিবেশন করে।

১১) সামার ক্যাম্প

৫টি নিবিড় স্কুলের মধ্যে ৫টিতেই ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি সামার ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি স্কুলে ৩দিন করে মোট ২১ দিন ধরে এই সামার ক্যাম্পগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সামার ক্যাম্পগুলিতে স্থানীয় প্রকৃতি-পাঠ সহ আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং নাটকের সংলাপ উচ্চারণ করা শেখানো হয়েছে। এছাড়াও সামার ক্যাম্পে স্থানীয় শিল্পীদের আমন্ত্রণ করে তাদেরকে দিয়ে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করানো হয়েছে, যাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই ধরনের গানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। পাশাপাশি এই ধরনের গানের প্রতি যেন তাদের আগ্রহ ও শ্রদ্ধা তৈরি হয়। এই সামার ক্যাম্পগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা, পঞ্চায়েত সদস্য ও অভিভাবকরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক সামার ক্যাম্পের শেষ দিন গড়ে মোট ১৮০ জনের জন্য পঞ্চায়েতের তরফে টিফিনেরও ব্যবস্থা করা হয়।

১২) স্কুলে বিশেষ দিন উদযাপন

স্কুলের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, শহীদ ক্ষুদিরামের জন্ম ও মৃত্যু দিবস, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী প্রভৃতি পালন করা হয়েছে। এইসব বিশেষ বিশেষ দিবস উপলক্ষে

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নাচ, গান, নাটক, অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের এই অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে তেমন উপস্থিত থাকেন স্থানীয় গ্রামবাসী ও পঞ্চায়েত সদস্যরাও।

১৩) মায়েদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

স্থানীয় কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগস্থাপনের উদ্যোগ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের নিয়েও বিদ্যালয়গুলির তরফে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম ধাপে শুধুমাত্র মায়েদের নিয়ে আপাতত ৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত হওয়া এই ৩টি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পঞ্চায়েত সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতেও এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৪) খাতা-বইপত্র সরবরাহ

পঞ্চায়েতের তরফে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে গরিব ছাত্রছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে খাতা, বইপত্র, পেন ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ ও হরলিক্স সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী দিনে ৪নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এমন আরও অনেক উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।

১৫) স্কুলে অ্যাজোলা ও ভার্মি

৫টি নিবিড় স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের অ্যাজোলা ও কেঁচোসার বিষয়ে সাধারণ ধারণা তৈরি করা হয়েছে। তাদেরকে স্থানীয় এলাকায় অবস্থিত অ্যাজোলা ও ভার্মিকম্পোস্টের পিট ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছে। ওই ৫টি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে হাতে-কলমে অ্যাজোলা ও ভার্মির পিট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এবিষয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও আগ্রহ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। নিবিড় স্কুলগুলির পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলগুলিতেও অ্যাজোলা ও ভার্মির বিষয়ে সাধারণ ধারণা তৈরি করা গেছে।

১৬) স্কুল উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্কুলের উন্নয়ন নিয়ে স্থানীয় পাড়া-প্রতিবেশী, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ও শিক্ষক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৫টি সংসদে ১২টি পাড়া মিটিং করা হয়েছে। ৫টি সংসদ থেকেই উঠে এসেছে ৫টি উন্নয়ন পরিকল্পনা। সকলের স্বাক্ষর সহ ওই উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পঞ্চায়েতে জমা পড়েছে এবং তা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে। বাকি সংসদগুলিতে পাড়া মিটিং করে অন্যান্য স্কুলের জন্য পরিকল্পনা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্কুলছুটদের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক বিশেষ করে, অষ্টম অনুত্তীর্ণ ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপ্নহীন, দিশাহীন কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা যাতে নতুন কিছু শিখে নতুন পথে এগোতে পারে তেমন নানান উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে কম-বেশি ১৩০ জন এমন কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের এই উদ্যোগের জন্য চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা ভাল যে, সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে সহমত তৈরি করে তাদের সহায়তায় এবং অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ্স্-এর সহযোগিতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে উল্লিখিত কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের চিহ্নিতকরণ এবং বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও উপকরণ সহয়তার মাধ্যমে তাদের নানা রকম গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপযোগী করে তোলার আন্তরিক চেষ্টা জারি রয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে যুবকদের পাশাপাশি অবিবাহিতা/ বিবাহিতা যুবতীরা বাড়িতে বসে নানারকম নতুন জিনিস শিখে অতিরিক্ত কিছু অর্থ আয়ের দিশা পাবেন। কিন্তু বাস্তবে অনেক স্কুলছুটকে এই পরিকল্পনার সামিল করা সম্ভব হয়নি। কারণ স্কুলছুটদের চিহ্নিত করার পর দেখা গেছে অনেক স্কুলছুট জীবিকার তাগিদে ইতিমধ্যে অন্যত্র চলে গেছেন। তবে যে সব স্কুলছুট এই কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছেন বর্তমানে তাদের মধ্যে কাজের সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি দেওয়ার প্রবণতা কিছুটা হলেও কমেছে। পঞ্চায়েত এলাকায় এর একটা ইতিবাচক প্রভাবও পড়ছে।

স্কুলছুটদের নিয়ে এই উদ্যোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলঃ

মার্কেট গার্ডেনঃ ১২১ জন স্কুলছুট প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যার মধ্যে ২৪ জন ৯ বিঘা জমিতে মার্কেট গার্ডেন করেছেন। মোট ফসল উৎপাদন হয় ৬২৮০ কেজি। এরমধ্যে ৪৮০০ কেজি ফসল বিক্রি করে তারা মোট ৪৩২০০/- টাকা আয় করেছেন। ১০৮০ কেজি নিজেরা খেয়েও বিতরণ করেছে ৪০০ কেজি।

নতুন ফসল (ওল) চাষঃ ৮ জন স্কুলছুট ১২ শতক জমিতে নতুন ফসল হিসেবে ওলের চাষ করেন। ফসল উৎপাদন হয়েছিল ১০০ কেজি। এরমধ্যে ৫০ কেজি ওল বাজারে বিক্রি করে মোট ১৬০০/- তারা আয় করেছেন। ১২ কেজি ওল নিজেরা খাওয়ার পর ৮ কেজি অন্যদের দিয়েছেন। বীজ হিসাবে রেখে পরে আরও ৩০ কেজি নিজেরা লাগিয়েছেন।

নার্সারীঃ প্রশিক্ষণ পাওয়া ৩৩ জন স্কুলছুটের মধ্যে ১২ জন এর মাধ্যমে কিছু আয় করেছেন।

ক) সবজির নার্সারী

২৪ জন ড্রপআউট লঙ্কা, বেগুন, পাকচই, ব্রকলি, টমেটো, TPS (আলু), পুঁই শাক, পেঁয়াজ ইত্যাদি ফসলের মোট ১৫৬০০টি চারা তৈরি করে ১৪৯৫০টি

চারা নিজেদের জমিতে লাগিয়েছেন। ৩জন ড্রপআউট ৬৫০টি (লঙ্কা, বেগুন, টমেটো) চারা বিক্রি করে আয় করেছেন ৬৫০/- টাকা।

খ) ফল গাছের নার্সারী

৫ জন ড্রপআউট পেঁপে, বেদানা, আমলকী, নজনে, লেবু ইত্যাদি ফলের মোট ৭৫০০টি চারা তৈরি করে ৭১টি চারা নিজের জমিতে লাগিয়েছেন। ২০০০টি চারা বিক্রি করে আয় করেছেন ৮০০০/- টাকা। নষ্ট হয়েছে ৪৩০০টি চারা, বিতরণ করা হয়েছে আরও ১২০০টি চারা।

গ) গাছের নার্সারী

৪ জন ড্রপআউট বিভিন্ন কাঠের গাছের মোট ১২৩০০টি চারা তৈরি করে ৬৫০টি চারা নিজেদের জমিতে লাগিয়েছেন। ৫৫০০টি চারা বিক্রি করে আয় করেছেন ২৭৫০০/- টাকা। নষ্ট হয়েছে ২২০০টি চারা ও বিতরণ করেছেন ৩০০টি চারা। এখনও ৩৬৫০টি চারা নার্সারীতে রয়েছে।

ফলের বাগানঃ ৭ জন পেঁপে, কলা, লেবু ইত্যাদি ফলের মোট ২১০টি চারা তৈরি করা নিজেদের ২২ শতক জমিতে লাগিয়েছেন। এতে উৎসাহিত হয়ে ৬ জন গ্রামবাসী তাদের নিজেদের উদ্যোগে ২টি পেঁপে বাগান, ২টি কলা বাগান ও ২টি লেবুর বাগান তৈরি করেছেন।

কাটিং কলমঃ ১১ জন স্কুলছুট লেবু, পেয়ারা, লিচু, তেজপাতা ইত্যাদি গাছের কলম করার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এদের মধ্যে ১ জন লেবু গাছের ৩১টি ও ১ জন তেজপাতা গাছের ৩৫টি কলমের চারা তৈরি করে নিজেদের জমিতে লাগিয়েছেন। ১৫টি লেবু, ১২টি তেজপাতা ও আরও বাকি ১৩টি তেজপাতার কলমের চারা বিক্রি করে ৪০০/- টাকা আয় করেছেন।

পশু-পাখির খাদ্যঃ ৪৩ জন স্কুলছুট একসঙ্গে অ্যাজোলা ও কেঁচোসার তৈরি করার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ১৩ জন নিজেদের বাড়িতে অ্যাজোলা চাষ করে গরু, ছাগল, হাঁসকে তা খাওয়াচ্ছেন। এই উদ্যোগকে গ্রাম পঞ্চায়েত তার MGNRGES-এর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

জৈবসারঃ ৯২ জন স্কুলছুট জৈবসার তৈরি করার প্রশিক্ষণ পান। তাদের মধ্যে ৪২ জন জৈবসার তৈরি করে তা নিজেদের জমিতে ব্যবহার করছেন। যা দেখে কিছু গ্রামবাসী উৎসাহিত হয়ে জৈবসার প্রয়োগে চাষ করছেন এবং এরফলে এলাকায় জৈব পদ্ধতিতে চাষের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক) কেঁচোসার

২৩ জন স্কুলছুট আলাদাভাবে কেঁচোসার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যার মধ্যে ১১ জন কেঁচোসার তৈরি করে নিজেদের চাষের জমিতে তা ব্যবহার করছেন। এই উদ্যোগটিকেও গ্রাম পঞ্চায়েত MGNRGES-এ অন্তর্ভুক্ত করেছে।

খ) গোবর জল দ্রবণ

মোট ৩৩ জন স্কুলছুট এই গোবর জল দ্রবণ তৈরির প্রশিক্ষণ পান। তাদের মধ্যে ২৬ জন এই দ্রবণ তৈরি করে নিজেদের চাষের জমিতে তা ব্যবহারও করেছেন।

গ) গোমূত্র দিয়ে বিভিন্ন জৈব দ্রবণ তৈরি

৪০ জন স্কুলছুট গোমূত্র সংগ্রহ করে তা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জৈব দ্রবণ তৈরি ও তা ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এদের মধ্যে ২১ জন গোমূত্র দিয়ে জৈব দ্রবণ তৈরি করে নিজেদের জমিতে ব্যবহারও করেছেন।

ঘ) কীটরোধক বা কীট-বিতাড়ক দ্রবণ তৈরি

৮১ জন স্কুলছুট নিমের দ্রবণ, বিভিন্ন ঔষধি গাছের পাতার দ্রবণ, সাবান-কেরোসিনের দ্রবণ মিশিয়ে কীটরোধক বা কীট-বিতাড়ক দ্রবণ তৈরির প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৫ জন বিভিন্ন ধরনের কীটরোধক বা কীট-বিতাড়ক দ্রবণ তৈরি করে তা নিয়মিতভাবে নিজেদের জমির ফসলে ব্যবহার করছেন।

প্রাণীপালন –

ক) মুরগি পালন

৩৫ জন স্কুলছুট মুরগি পালনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ১ জনকে ৮০টি RIR প্রজাতির মুরগি দিয়ে পঞ্চায়েত সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু রোগের কারণে আস্তে আস্তে সব মুরগিগুলিই মারা যায়।

খ) হাঁস পালন

মোট ২০ জন স্কুলছুটকে হাঁস পালনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৬ জন নিজের উদ্যোগে ৬০টি খাকি ক্যাম্বেল প্রজাতির হাঁসের ডিম দিয়ে দেশীয় পদ্ধতিতে ডিম ফুটিয়ে ২০টি হাঁসের বাচ্চা করেন। কিন্তু রোগের কারণে ১২টি হাঁস মারা যায়। বাকি ৮টিকে লালন-পালন করা হচ্ছে।

গ) মাছ চাষ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহায়তায় বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত মাছ চাষের একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণে ২৩ জন স্কুলছুট অংশগ্রহণ করেন। তার মধ্যে ইতিমধ্যে ৭জন স্কুলছুট মাছ চাষের জন্য পঞ্চায়েতে আবেদন জমা করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল স্কুলছুটদের নিয়ে পঞ্চায়েত মাছ চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তাদেরকে দিয়ে মাছ চাষ করানোর চেষ্টা করছে।

আফটার স্কুল

এখনও পর্যন্ত পঞ্চায়েতের ৩টি সংসদে ৯টি আফটার স্কুল প্রোগ্রাম করা সম্ভব হয়েছে। ৩টি সংসদের ৩টি স্কুলে এই প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। ড্রপআউট ছাড়াও স্থানীয় আগ্রহী মহিলা ও পুরুষরাও এই ৯টি আফটার স্কুল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে গড়ে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন। এই আফটার স্কুল প্রোগ্রামগুলির বিষয় ছিল, স্বল্প জলে মাছ চাষ, বিভিন্ন প্রাণীর রোগ ও তার প্রতিষেধক, নার্সারী এবং সারা বছর ধরে সবজি চাষ, জৈবসার তৈরি, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি। এই আফটার স্কুল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

করার পর ৩৫ জন ড্রপআউট মাছ চাষ, জৈবসার তৈরি, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছেন এবং তারা এসম্পর্কে আরও বাড়তি প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী। যারা মাছ চাষ ও প্রাণীপালনে আগ্রহী তাদেরকে স্থানীয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে সেখানে তাদের পরবর্তী প্রশিক্ষণগুলির ব্যবস্থা করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

৪ নং বোয়ালদাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পিছিয়ে পড়া চিহ্নিত দরিদ্র পরিবারের পুষ্টি ও জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষাঙ্গনে পরিপ্রেক্ষিতগত ভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার প্রসারের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যারা নিয়মিত সহায়তা, পরামর্শ ও কারিগরি সাহায্য দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির পূর্বতন সভাপতি মাননীয় প্রবীর রায়, বালুরঘাট ব্লকের পূর্বতন বি.ডি.ও. মাননীয়া সুস্মিতা সুব্বা, বালুরঘাট ব্লক এম.জি.এন.আর.ই.জি.এস. সেলের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টান্ট মাননীয়া সঞ্চিতা নন্দী ও মাননীয় সুপ্রতিম মণ্ডল এবং কম্পিউটার অ্যাসিস্টান্ট মাননীয় অভিজিৎ খাঁ মহাশয়কে।

এই সহায়তা অক্ষুণ্ন থাকায় এবং মূল্যবান পরামর্শ লাভের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির বর্তমান সভাপতি মাননীয়া কল্পনা কিস্কু, বালুরঘাট ব্লকের বর্তমান বি.ডি.ও. মাননীয় অনুজ শিকদার এবং ব্লক এম.জি.এন. আর.ই.জি.এস. সেলের কর্মচারীবৃন্দের প্রতি। পাশাপাশি আগামীতে আরও বেশি সহায়তা ও পরামর্শ লাভের প্রত্যাশায় রইলাম।

গ্রাম পঞ্চায়েতের শিক্ষানবীশদের নামের তালিকা

১) জয়ন্তী মুর্মু, আশইর সংসদ, ২) দিপালী বর্মন, রাজুয়া সংসদ, ৩) বাবলি সমাজদার, বড়কাশিপুর সংসদ, ৪) জানকী বর্মন (বসাক), ভাটরা সংসদ, ৫) চন্দনা বসাক, কাঁজিয়ালসি সংসদ, ৬) জোসপিনা কেরকেটা, ওসাইল সংসদ, ৭) পম্পা মণ্ডল, সৈয়দপুর সংসদ, ৮) রোসেনেরা মুন্সি, রাজাপুর সংসদ, ৯) প্রতিভা কবিরাজ ভৌমিক, খাসপুর সংসদ, ১০) পলি মণ্ডল, দুর্লভপুর ১ সংসদ, ১১) কমলি দাস (সরকার), পার্বতিপুর সংসদ, ১২) রঞ্জনা বর্মন, দুর্লভপুর ২ সংসদ, ১৩) চন্দনা মাহাতো, ফুলঘরা সংসদ, ১৪) নিয়তি পাহান (লাকড়া), কালিকাপুর সংসদ, ১৫) জ্যোৎস্না হাঁসদা, বোয়ালদাড় সংসদ, ১৬) সপ্তমী উরাও, দোগাছি সংসদ

গ্রাম পঞ্চায়েতের বিগত বোর্ডের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ (২০১৩-২০১৮)

১) শ্রী পিন্টু বসাক, কাঞ্জালশি, প্রধান, ২) শ্রীমতী সঙ্গীতা রায় (বসাক), খাসপুর, উপ - প্রধান, ৩)শ্রীমতী জ্যোৎস্না হাঁসদা, বোয়ালদার, সঞ্চালক, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য উপসমিতি, ৪) শ্রীমতী প্রতিমা বসাক, ভাটরা, সঞ্চালক, নারী, শিশু ও সমাজ কল্যাণ, ৫) শ্রী মন্টু কুজুর, ওসাইল, সঞ্চালক, কৃষি ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ, ৬) শ্রীমতী পম্পা সরকার, সোদপুর, সঞ্চালক, শিল্প ও পরিকাঠামো, ৭) শ্রী দিলীপ বার্লা, সদস্য, কালিকাপুর, ৮) শ্রী পিন্টু সরকার, সদস্য ফুলঘরা, ৯) শ্রীমতী কমলি দাস (সরকার), সদস্য, পার্বতিপুর, ১০) শ্রী সুকুমার বিশ্বাস, সদস্য, দোগাছি, ১১) শ্রী গোপিনাথ মণ্ডল, সদস্য, দুর্লভপুর, ১২) শ্রীমতী বাসন হাঁসদা, সদস্য, কাশীপুর, ১৩) শ্রী প্রদীপ দাস, সদস্য, রাজুয়া, ১৪) শ্রীমতী জাহানারা মুন্সী, সদস্য, রাজাপুর, ১৫) শ্রীমতী কাজলি পাহান, সদস্য, দুর্লভপুর উত্তর চকভবানি, ১৬) শ্রীমতী অলকা হাঁসদা, সদস্য, আসইর,

গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মচারীগণের নাম

১) শ্রী অসীম কুমার মজুমদার, নির্বাহী সহায়ক, ২) শ্রী বিদ্যুৎ সরকার, সচিব. ৩) শ্রীমতী শুক্লা কুণ্ডু (লাহা), নির্মাণ সহায়ক (আগের), ৪) শ্রী অনিরুদ্ধ গুপ্ত, নির্মাণ সহায়ক (বর্তমান), ৫) শ্রী প্রদীপ ওরাও, সহায়ক, ৬) শ্রী কুন্তল মজুমদার, জীবিকা সেবক, ৭) শ্রী অভিজিৎ মণ্ডল, গ্রাম রোজগার সেবক (আগের), ৪) শ্রী সমির মহান্ত, গ্রাম রোজগার সেবক (বর্তমান), ৯) শ্রী হর্ষনাথ রায়, ভি এল ই (আগের), ১০) শ্রী অমিত দে সরকার, ভি এল ই (বর্তমান), ১১) শ্রী রাণা

মজুমদার, এস টি পি, ১২) শ্রী সুজিত মহন্ত, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী, ১৩) শ্রী অজয় রবিদাস, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী, ১৪) শ্রী দীপক সরকার, ট্যাক্স কালেক্টর, ১৫) শ্রী দিবাকর সরকার, ট্যাক্স কালেক্টর, ১৬) শ্রীমতী লিলি মণ্ডল, অফিস এ্যাটেন্ডেন্ট, ১৭) শ্রীমতী সন্ধ্যা মণ্ডল, অফিস এ্যাটেন্ডেন্ট, ১৮) শ্রী ব্রজগোপাল সরকার, অফিস এ্যাটেন্ডেন্ট

গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সদস্য/সদস্যাগণের নাম (২০১৮–২০২৩)

১) মৌসুমি রায় মহন্ত, প্রধান, রাজুয়া সংসদ, ২) পিন্টু বসাক, উপ-প্রধান, দুর্লভপুর -২ সংসদ, ৩) নির্মল টিগ্গা, সদস্য, পার্বতীপুর সংসদ, ৪) অনিতা পাহান, সদস্যা, ফুলঘরা সংসদ, ৫) গীতাঞ্জলী সরকার (বর্মন), সদস্যা, সৈয়দপুর সংসদ, ৬) সুভাষ পাহান, সদস্য, রাজাপুর সংসদ, ৭) রিনা বর্মন মন্ডল, সদস্যা, দুর্লভপুর-১ সংসদ, ৮) মধুমিতা সরকার, সদস্যা, খাসপুর সংসদ, ৯) নিরু হেমরম, সদস্য, আশইর সংসদ, ১০) সুশান্ত কুমার বসাক, সদস্য, ভাটরা সংসদ, ১১) লুসি মিত্র, সদস্যা, ওশাইল সংসদ, ১২) কাজলী সরেন, সদস্যা, কাঞ্জিয়ালসী সংসদ, ১৩) রনো পাহান, সদস্য, বোয়ালদাড় সংসদ, ১৪) অনুকূল চন্দ্র দাস, সদস্য, বড়কাশিপুর, ১৫) নন্দিয়া ওরাও, সদস্যা, দোগাছি সংসদ, ১৬) বীনা বাস্কে(কুজুর), সদস্যা, কালিকা পুর সংসদ

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য/সদস্যাগণের নাম

১) শ্রীমতী কল্পনা কিস্কু, সভাপতি, ২) শ্রী সিদুল তিরকী, সদস্য, ৩) শ্রী নিহার ব্যানার্জী, সদস্য

AHEAD Initiatives

Addressing Hunger Empowerment and Development